‘বেগম রোকেয়ার প্রদর্শিত পথেই নারী জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন খালেদা জিয়া’

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বেগম রোকেয়ার প্রদর্শিত পথ ধরেই বেগম খালেদা জিয়া নারী শিক্ষা, ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থানে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নারী জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন।

রোকেয়া দিবসে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন মির্জা ফখরুল।

বিবৃতিতে ফখরুল বলেন, বেগম রোকেয়া নারী সমাজে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা বৈপ্লবিক। তিনি দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গিতে উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারীর ভাগ্যোন্নয়নে শিক্ষা ও স্বাবলম্বিতা গুরুত্বপূর্ণ। সংসার, সমাজ ও অর্থনীতি জীবনের এই তিনটি ক্ষেত্রে নারীকে স্বায়ত্ত্বশাসিত ও আত্মমর্যাদাশীল হতে তিনি গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আর এ জন্য তিনি বিশ্বাস করতেন নারীকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।

তিনি আরো বলেন, নারী সমাজকে স্বাবলম্বী করতে রোকেয়া সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও। জিয়াউর রহমান বীর উত্তম নারীদেরকে চার দেয়ালের ভেতর থেকে বের করে এনে জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করেছিলেন।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, বেগম রোকেয়ার পথই আজকের নারী সমাজকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগাবে। আজকে এই দিনে আমি মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়ার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে নারী সমাজকে দেশ ও জাতির কল্যাণে আত্মনিবেদিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাই।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙ্গার প্রতিবাদে মেহেরপুরে আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ

কুষ্টিয়াতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের আয়োজনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গবার বিকালে মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এসে শেষ হয়।

পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য দেন নেতৃবৃন্দরা। এ সময় বক্তব্য দেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সালাম বাবলু বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন,

সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহিন, মুজিবনগর উপজেলার সাধারণ সম্পাদক ও মহাজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু, জেলা যুবলীগের যুগ্ম-আহবায়ক সারফারাজ হোসেন মৃদুল, যুব মহিলা লীগ নেত্রী শামীম আরা হীরা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা।

কালীগঞ্জে পৌর নির্বাচনে মেয়র পদে মনোনয়ন চায় ৭ আওয়ামীলীগ

প্রার্থী

আসন্ন পৌর নির্বাচনকে সামনে রেখে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ পৌরসভার ৭ আওয়ামী প্রার্থী মেয়র পদে মনোনয়ন চেয়ে আবেদন করেছে জেলা জেলা কমিটির কাছে।

জেলা আওয়ামীলীগ এর দপ্তর সম্পাদক আসাদ জানান, কালীগঞ্জ পৌরসভা নির্বাচনের জন্য ৭ জন আওয়ামী প্রার্থী আবেদন জমা দিয়েছেন।

তারা হলেন বর্তমান মেয়র আশরাফুল আলম, কালীগঞ্জ উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমান, সেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহবায়ক সাহেদ কবির লিমন, সাবেক মেয়র মোস্তাফিজুর রহমান বিজু, উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হেসেন সোহেল,কাউন্সিলর রেজাউল করিম ও পৌর আওয়ামীলীগ এর প্রশান্ত কুমার খাঁ।

তিনি আরও জানান, সমোঝতা হলে কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে এক জনের নাম পাঠানো যেতে। যেহেতু মনোনয়ন প্রত্যাশী অনেক, তাই সবার আবেদন কেন্দ্রে পাঠানো হবে।

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে হরিণাকুন্ডে বিক্ষোভ

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে হরিণাকুন্ডু উপজেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে হরিণাকুন্ডু প্রিয়নাথ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বেরহয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলার দোয়েল চত্বর মোড়ে এক পথসভায় মিলিত হয়।

উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব মশিউর রহমান জোয়ার্দ্দারের

সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোঃ রবিউল ইসলাম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত পথসভায় বক্তারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য অবমাননাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং আইনের আওতায় এনে বিচারের দাবি জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আ.লীগের প্রবিন নেতা আজগর আলী মাষ্টার, সাজেদুল ইসলাম টানু মল্লিক, রবিউল ইসলাম পিলু মল্লিক, পৌর আ.লীগের সভাপতি ও মেয়র শাহীনুর রহমান রিন্টু, উপজেলা যুবলীগের আহবায়ক জেলা পরিষদ সদস্য আশরাফুল হক জুয়েল, তাহেরহুদা ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি ও চেয়ারম্যান মঞ্জুর আলম, দৌলতপুর ইউনিয়নের সভাপতি সাব্দার রহমান, জোড়াদহ ইউনিয়নের সভাপতি জহির রায়হান, কাপাশহাটীয়া ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল মজিদ, ফলসী ইউনিয়নের সুশীল চন্দ্র বিশ্বাস, চাঁদপুর ইউনিয়নের ফজলু মালিতাসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক।

এছাড়াও আ.লীগ নেতা ও পৌরসভার মেয়রপদে মনোনয়ন প্রত্যাশী বাবু সঞ্জয় কুমার রায় চৌধূরী, সাইফুল ইসলাম টিপু মল্লিকসহ যুবলীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমীকলীগ, কৃষকলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগসহ বিভিন্ন অংগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিল।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মহিলা আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ

একাত্তরের পরাজিত শক্তি জামাত শিবির ও উগ্র মৌলবাদী গোষ্ঠী কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে প্রতিবাদী সভা ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগ।

মঙ্গলবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলী ইয়াসমিনের নেতৃত্বে প্রতিবাদী সভা ও বিক্ষোভ মিছিল হয়।

এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর উপজেলার সভানেত্রী সুফিয়া আখতার জামিলা, শহর সাংগঠনিক সম্পাদক ছফুরা খাতুন, মুজিবনগর উপজেলার সাধারাণ সম্পাদিকা মিনুয়ারা খাতুন, মেহেরপুর সদর থানার যুগ্ন সম্পাদিকা বেদানা খাতুনসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আসা মহিলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা অংশ গ্রহণ করেন।

ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে গাংনীতে বিক্ষোভ

জাতির জনকের ভাস্কর্য ভাঙচুর ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মেহেরপুরের গাংনীতে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ। গতকাল সোমবার বিকালে গাংনী প্রধান সড়কে বিক্ষোভ মিছিল শেষে বাস স্ট্যান্ডে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহিম শাহীন। বক্তব্য রাখেন উপজেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, যুগ্ম-সম্পাদক নাজমুল হুদা, সাংগঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম, সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সেলিনা মমতাজ কাকলী, পৌর আ.লীগ সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, আওয়ামী লীগ নেতা আক্তারুজ্জামান বাবু, যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রী নেত্রী শাহানা ইসলাম শান্তনা,

জেলা আ.লীগের ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান রানা, মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ, রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু, রাইপুর ইউনিয়ন আ.লীগ সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান মোকলেছ, উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু, পৌল ছাত্রলীগ সভাপতি ডালিম রানাসহ নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন উপজেলা আ.লীগ সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান।

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙার কথা স্বীকার করেছে দুই মাদ্রাসাছাত্র

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনায় সিসিটিভি’র ফুটেজ দেখে দুই মাদ্রাসা ছাত্র এবং মাদ্রাসা থেকে পালাতে সহযোগিতা করায় মাদ্রাসার দুইজন শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রবিবার (৬ ডিসেম্ব) বিকেল সাড়ে ৩টায় সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশের খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি ড. খন্দকার মুহিদ উদ্দিন এখবর জানান।

ভাস্কর্য ভাঙার কাজে জড়িত ছাত্ররা হলো শহরতলী জুগিয়া পশ্চিম পাড়া মাদ্রাসা ইবনে মাস্উদ (রাঃ) কওমী মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের শিক্ষার্থী আবু বক্কর ওরফে মিঠন (১৯) ও সবুজ ইসলাম ওরফে নাহিদ(২০)। মিঠনের বাড়ি মিরপুর উপজেলার শিংপুর গ্রামে এবং নাহিদের বাড়ি দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর হোগলবাড়িয়া গ্রামে। গ্রেফতারকৃত মাদ্রাসা শিক্ষক আল আমিন (২৭)। বাড়ি মিরপুর উপজেলার ধুবইল গ্রামে অপর শিক্ষক ইউসুফ আলী (২৬) বাড়ি পাবনা জেলার আমিনপুর উপজেলার দিয়াড় বামন্দী গ্রামে।

খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি সাংবাদিকদের জানান-ঘটনার ২৩ ঘন্টা পর হলেও মাত্র ১২/১৩ ঘন্টায় জেলা পুলিশের কর্মকর্তা এবং সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সিসি ফুটেজ দেখে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের সনাক্ত করা হয়।

তিনি জানান, জেলা পুলিশ ঘটনার ভিডিও ফুটেজ দেখে জুগিয়া পশ্চিম পাড়ায় অবিস্থত মাদ্রাসা ইবনে মাসউদ এর জামাত বিভাগের ছাত্র আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমানকে আটক করে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ ও ফুটেজ দেখালে তারা তথ্য দেয় যে, এরা এই মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের শিক্ষার্থী। পরে ওই শিক্ষার্থীদের বাড়িতে হানা দিয়ে শনিবার রাতেই তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের পর ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে তারা

জানায়, মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক ও মাওলানা ফয়জুল করিমের বয়ানে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে।
গ্রেফতারকৃত ছাত্ররা পুলিশকে জানান, ৫ডিসেম্বর রাতে মাদ্রাসার সকল শিক্ষার্থী ঘুমিয়ে পড়লে তারা দুজন গোপনে মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে পায়ে হেটে শাহিন কাউন্সিলারের বাড়ির পাশ দিয়ে কানাবিলের মোড় পাড় হয়। এর পর মজমপুর দিয়ে রেল লাইন দিয়ে ফজলুল উলুম মাদ্রাসার পাশ দিয়ে ৫রাস্তা মোড়ে ভাস্কর্যের কাছে আসে।

রাত ২টা ৫ মিনিট থেকে ২টা ১৩ মিনিট পর্যন্ত মাত্র ৮ মিনিটে বাঁশের চড়াতে ওই ভাস্কর্যে উঠে তাদের সাথে থাকা হাতুড়ি দিয়ে নির্মানাধীন ভাস্কর্যে স্বজোড়ে আঘাত করে। এতে হাত ও মুখের বিভিন্ন অংশ ভেঙ্গে ফেলে এবং বিকৃত করে। তারা আবার পায়ে হেটে মাদ্রাসায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে ঘটনাটি মাদ্রাসার ২ শিক্ষক জানতে পেরে তাদের দ্রুত মাদ্রাসা থেকে পালিয়ে যেতে বলে। ছাত্রদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক মাদ্রাসার শিক্ষকদের গ্রেফতার করে।

সাংবাদিক সম্মেলনে গ্রেফতারকৃত ২ ছাত্র ২ শিক্ষককে সাংবাদিকদের সম্মুখে হাজির করা হয়। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে ডিআইজি বলেন, পুলিশ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে ঘটনার সাথে জড়িতরে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া মডেল থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) তৎসহ ৪২৭/৩৪ পেনাল কোড রুজ্জু করা হয়েছে। তাদের পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে এঘটনার সাথে আরো কোন ব্যক্তি বিশেষ ও সংগঠন জড়িত থাকলে তাদের সনাক্ত করা হবে।

ডিআইজি আরো জানান, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেউ ঘোলাটে পরিবেশ করতে চাইলে তা কঠোর হস্তে দমন করা হবে। আর এ ঘটনার পর আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তিনি জানান-ইতোমধ্যে জেলার সর্বত্র যেখানে মুর্যাল ও ভাস্কর্য রয়েছে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে।

এসময় অতিরিক্ত ডিআইজিসহ কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাতসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশের সামনে ফাঁকা গুলি:
এদিকে শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের ব্যস্ততম এলাকা

পাঁচ রাস্তা মোড়ে ভাস্কর্যের কাছে এক যুবক একটি মইক্রোবা যোগে এসে পুলিশের উপস্থিতিতে পিস্তল উচিয়ে দুই রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে। পরে দ্রুত মাইক্রোবাস যোগে মজমপুরগেট হয়ে চৌড়হাসের দিকে চলে যায় মাইক্রোটি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান সন্ধ্যা ৭টার দিকে একটি নুহা প্রাইভেট গাড়ি ভাস্কর্য এলাকায় পৌঁছায় সেখান থেকে একজন যুবক উচ্চস্বরে গালিগালাজ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তার হাতে থাকা পিস্তল উচিয়ে ২রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে মাইক্রোযোগে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

এসময় ঘটনাস্থলের পাশে পুলিশসহ বিপুল সংখ্যাক জনগণ দাঁড়িয়ে থাকলেও ভয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি। যুবকটি ঘটনাস্থল পরিত্যাগের পরই পুলিশের টনক নড়ে। সাথে সাথে সর্বত্র খবরটি ছড়িয়ে দিলেও এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ওই যুবকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন জেলা পুলিশের কর্মকর্তারা।

বিএনপি অফিসে ভাঙচুর:
এদিকে বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনার পর শনিবার বিকেলে এবং রাত ৯টার দিকে কুষ্টিয়া শহরে জেলা বিএনপি কার্যালয়ে দফায় দফায় ভাঙচুর করেছে একদল দৃর্বত্ত।

রাতে জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এসবি কাউন্টারে হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। হামলার ছবি তুলতে গিয়ে দুই গণমাধ্যমকর্মী গুরুতর আহত হয়েছে। তাদেরকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শহরে নিরাপত্তা জোরদার:
ভাস্কর্য ভাঙচুরসহ কুষ্টিয়া শহরে বেশকিছু অনাকাক্সিক্ষত ঘটনা ঘটে যাওয়ায় জেলা শহরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। জেলা বিএনপি কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনায় জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক জানান-কিছু দিন পর পর বিএনপি অফিস ভাঙচুর করে কিন্তু আইন শৃংখলা বাহিনীর কোনো পদেক্ষেপ নেয় না। তিনি এ ঘটনায় নিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আইন শৃংখলা বাহিনীর উচিত দোষীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি:

বঙ্গবন্ধুর নির্মাণাধীন ভার্স্কয ভাঙচুরের ঘটনায় তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ঘটনায় পৌর সচিব কামাল উদ্দিন বাদি হয়ে কুষ্টিয়া মডলে থানায় অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেন।

রোববার বেলা সাড়ে ১১ টায় কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেনের সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসকের সভা কক্ষে বঙ্গবন্ধু ভার্স্কয নিরাপত্তাজনতি বিষয় নিয়ে এক জরুরী বঠৈকে অতরিক্তি জেলা ম্যাজিস্ট্রট সিরাজুল ইসলামকে আহবায়ক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) মো. ফরহাদ হোসেন ও গণর্পূত অধিদফতরের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফুল ইসলামকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ঠ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী তিন দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সভায় উপস্থিত ছিলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙ্গায় গাংনীতে ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিবাদ

কুষ্টিয়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য ভাঙ্গার প্রতিবাদে ও ভাঙচুরকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল রোববার সকালে মেহেরপুর জেলা ওয়ার্কার্স পার্টি প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে।

জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির গাংনীস্থ কার্যালয়ে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি জননেতা কমরেড আব্দুল মাবুদ।

এসময় বক্তব্য রাখেন জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মজনুল হক মজনু, জেলা নারী মুক্তিদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুন নাহার আক্তার, ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা কমরেড আরোজ আলী, গোলাম রহমান মাস্টার, ফিরোজ জাহাঙ্গীর মাস্টার, জেলা যুবমৈত্রীর যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান প্রমুখ।

কুষ্টিয়ার ভাস্কর্য ভাঙ্গার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, দেশের সামাজিক-সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করতে ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ এবং বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তীতে নতুন করে ষড়যন্ত্রে মেতেছে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র। তারা ধর্মের নামে ভাস্কর্য বিরোধীতে অবস্থান নিচ্ছে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ভাস্কর্য ভাঙ্গার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যা এটা তাদের রাজনৈতিক বহিরপ্রকাশ। দেশকে অস্থিতিশীল রাখতে তারা উগ্র ও উস্কানিমূলক বক্তব্যে দিচ্ছে। যা শুভ লক্ষণ নয়।

বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যানের মতবিনিময় ও পথসভা

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে মতবিনিময় ও পথসভা করেছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন।

রবিবার সন্ধায় সোনাপুর বাজার প্রাঙ্গনে তিনি সাধারন জনগনের সাথে মতবিনিময় করেন।

এ সময় আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশী হিসাবে জনগনের কাছে দোয়া চান তিনি।

এ সময় ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি আব্দুল হামিদ সভাপতিত্ব করেন।

পরে তিনি ভবেরপাড়া, মানিকনগর ও বল্লভপুর গ্রামে পথসভা করেন।

ভাস্কর্য ভাংচুরের প্রতিবাদে বারাদি বাজারে ছাত্রলীগের বিক্ষোভ

মেহেরপুর সদরের বারাদি বাজারে কুষ্টিয়া স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনায় বারাদি বাজারে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

গতকাল রবিবার বিকাল ৪ টার সময় মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের বারাদী বাজারে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বারাদি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি আল মামুনের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম মোমিন।

সাবেক ছাত্রলীগ নেতা বেলাল হোসেন মানিক, জেলা ছাত্রলীগের সদস্য শফিকুর রহমান লিটন, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জয়বাংলা মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান খোকন, ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রবিন, শ্রমিক লীগের সভাপতি আলতাব হোসেন, ওসিমউদ্দিন আরো উপস্থিত ছিলেন ইয়ামিন, সাইদ, হাসান, জুয়েল, আরজ, সিজার তৌহিদুল রিদয়, আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।